প্রাণ চায় চক্ষু না চায়

উত্তরায়ণ দেব

[আকাশবাণী শিলিগুড়ি থেকে প্রচারিত হাস্যরসাত্মক রম্য রচনা]

ওহে বাপু একটু পা চালা মানে প্যাডেলটা চালা, তোর এই রিক্সোর যা গতি, তাতে মতিগতি ভালো ঠেকছে না। আর বাপু থেকে থেকে তোমার রিক্সোর ওই প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করে কাকে প্যাক দিচ্ছ জানি না, আমি কিন্তু বাপু তিন পাড়া মাড়িয়ে তোমার পেছনে চেপে শিলিগুড়ি ভ্রমনে বেরোইনি। একহাতে পরনের প্যান্ট সামলে আরেক হাতের আঙুল ঠাকুরদার মুঠোয় গুঁজে ছোটবেলা থেকে এই শহর অনেক ঘুরেছি, হ্যাঁ নিজের পায়ে। তোর বাপ-ঠাকুরদাও বোধহয় তখন সবে প্যান্টের বোতাম লাগাতে শিখছে। মেঘেমেঘে বয়সটাতো আর কম হোল না, প্রায় আশিটা বসন্ত পার করে আশিবার দুগ্গাপুজোও দেখেছি। মজার ব্যাপার হোল, আমি বুড়িয়ে গেলাম অথচ মা দুর্গার বড় ছেলে কার্ত্তিক কিন্তু একই রয়ে গেলো। ময়ূরের সামনে পোজ দিয়ে সেই ছোটবেলায় দেখা বয়সটা কিন্তু দিব্বি ধরে রেখেছে, আসলে স্বর্গের খাওয়া দাওয়া তো বুঝলি না, একি আর আমাদের সরকারি রেশনের দোকানের চাল, যে আগে খায় পোকা, তারপরে বোকা- মানে আমি।

আজ এই কাঠফাটা রোদে গরমও বেশ পড়েছে, হাওয়াও কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। রিক্সোর হুড তুলে যে নিস্তার পাব তারও উপায় নেই, তোর এই ছেড়া হুডের ফাঁক গলে রোদ এসে কোলে বসছে। বড় বাজার আসতে এখনও বোধ হয় মাইল খানেক বাকি, তাড়াতাড়ি চল বাবা, বাজারে ঢুকে একটু জিরোই। শুনেছি গোটা বাজারটা নাকি ঠান্ডা, না না দামে নয় বাতাসে। দরদাম খুব একটা সস্তা না হলেও, গোটা বাজারটি নাকি এসি। ***তারে আমি চোখে দেখিনি, তার অনেক গল্প শুনেছি-*** কে যেন গেয়েছিল গানটা, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে কিশোর কুমার। আর ওই জন্যইতো এই বয়সে আজ একবার চির কিশোর সেজে, গিন্নির জিনিষ কেনার বাহানায় তারে একটু চোখে দেখবো বলে বেরিয়েছি। তাই পরনের ধুতি খুলে, না মানে পাল্টে ফুল প্যান্ট চাপিয়েছি। মনে আছে চাকরির অবসরের দিন শেষবারের মত পরেছিলাম। আজ আলমাড়ি ঘেঁটে প্যান্টটা বের করতেই দমকা এক পুরোনো গন্ধ মনে ফ্ল্যাশ ব্যাক ঘটিয়ে দিল। ব্যাঙ্গালোর থেকে সেবার পুজোয় ছোট খোকা পাঠিয়েছিলো। এখন এই রোগা পেটে প্যান্টের কোমর যদিও একটু ঢিলেঢালা, তবে সেটা ছোট্ট দড়ি দিয়ে আজকের জন্য ম্যানেজ করে নিয়েছি। বাড়ি ফিরে আবারতো সেই গিঁট মারা ধুতি নতুবা হাওয়া ভরা লুঙ্গি। শুনেছি এই বড় বাজারটায় নাকি সুঁচ থেকে হাতি সবই পাওয়া যায়, যদি পকেটে তোমার টাকার ব্যাগটি নধড় ও স্বাস্থ্যবান হয়। আর যদি টাকার রঙ হয় কালো, তবে আরও ভালো। তাই দেখি যদি সস্তায় কোন বেল্ট বা কোমরে জড়ানোর মত কিছু পাওয়া যায় কিনা। আজকালতো আবার সব কিছুরই নানান কায়দার জিনিষ বেরিয়েছে। একি আর আমাদের কলের গানের যুগ হে। আমরাতো বাঁশের কাঠির চারপাশে, জমানো রঙিন মিষ্টি জল স্রেফ বরফ নামে ডেকে, চুষে যৌবন কাটিয়ে দিলাম। আর এখন সে ব্যাটাই তার বেষভূষা বদলে আইসক্রীম নাম নিয়ে সুন্দরি যৌবনা বহুরূপী হয়েছে। বড়লোক বিয়ে বাড়ির শেষ পাতে বোঝা যায়, বাজারে এখন কোনটা লেটেস্ট। নব দম্পতির শুরুর ভালবাসার মত, সামান্য অবহেলায় সেও গোলে গোলে ঢোলে পড়ে কোলে। মোদ্দা কথা হোল বাপু অবহেলা কেউই সইতে পারে না, তা সে সুন্দরি আইসক্রীমই হোক বা ভোকাট্টা ঘুড়ি। মনের দুঃখে দিয়ে আড়ি, অন্য আকাশে দিল পাড়ি। থাক বাবা বেশি স্বপ্নটপ্ন দেখে কাজ নেই, আমাদের এই পোড়াকপাল শহরে তোর এই রিক্সোই ভালো। যখন তখন যেকোন জায়গায় যে কোন ভাবে সামনের চাকা ঢুকিয়ে দাও, বাকি পেছনটাও আপনা থেকেই সেঁদিয়ে যাবে, যেখানে খুশি চলে যাও, ঠিক যেন ***কোথাও আমার সেঁদিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে।***

এই দাঁড়া দাঁড়া থাম থাম, মনে হয় চলে এসেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইতো বড় বড় করে নাম লেখা রয়েছে। নে বাপু আজ আর দরাদরি করিস না, যা ভাড়া হয় তার থেকে দুটো টাকা বেশিই দিলাম, আসলে বুঝলি না আজ মনটা একটু ফুরফুরে মেজাজে আছে তো, তাই তোর ভাগ্যটাও ভালো। লে হালুয়া, মুখ দেখে মনে হোল তবুও খুশি হোলি না, নাহ্ তোদের এই জাতটার, হাতে টাকা পেয়ে মুখগুলো কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভরে যায়। শহর পাল্টাচ্ছে কিন্তু তোদের এই কোষ্ঠ কাঠিন্য আর সারলনা রে। কোথায় যেন আটকে গেছে, কিছুতেই বেরোচ্ছে না মানে হাসি আর বেরোবেই না পন করেছে। ভাড়া নিয়ে যা দরাদরি করিস তাতে লোকজনের সামনে সম্মান রাখা দায়। তাই তোদের সাথে লেনদেন করা খুবই রিস্ক। আবার তোদেরই আমরা ডেকে বলি আ, অনেকটা যেচে যেন রিস্ককে ডাকা, রিস্ক– আ। আর তাই থেকেই বোধহয় নাম হয়েছে রিক্সা। এখন যা।

যাহ্ বাবা এই বাজারে ঢোকে কোন দিক দিয়ে, টিকিট লাগবে নাতো ! ওইতো এক মোটা মহিলা খালি ব্যাগ দুলিয়ে দুলিয়ে থপ থপ করে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বাজারে ঢুকবে, আহা পেছন থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন ছোট্ট একটি হাতি তার শুঁড় নেড়ে নেড়ে গোটা বাজারটা গিলতে চলেছে। দেখেতো বেশ খাতেপিতে ঘরকা মানে পয়সাওয়ালাই মনে হয়, কিন্তু ব্যাগের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে বাড়িতে কিছুই নেই, অনেক কিছু দরকার। এ মেদিনী দেবীর স্বামি বেচারা যে খুব চাপে থাকে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আমি চেপে যাই, আমার সে খোঁজে কি দরকার, আমার এই বড় বাজারে ঢোকার রাস্তাটা খুঁজে পাওয়া নিয়ে কথা। ***আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না***, উফ আজ
আমার খুব গান পাচ্ছে। ওইতো, বড় কাঁচওয়ালা দরজাখানি ঠেলিয়া মেদিনী দেবী প্রবেশ করিলেন, জয় মা বলে আমিও সট্ করে ঢুকে পড়ি। এক পা, দু পা, তিন, চার, পাঁচ এইইই আঃ ঢুকে গেছি ঢুকে গেছি।

উরিব্বাস !!! এটা কি বাজার নাকি মর্তের স্বর্গ। চারিদিকে কত সুন্দর সুন্দর পরিরা উড়ে উড়ে না না ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ***আহ্ মনে হয় স্বর্গে আছি***, উফ্ থেকে থেকে খালি গান পাচ্ছে, ভাল্লাগেনা। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, এই উর্বশি রম্ভার দল অল্প অল্প পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেনো !!! ও বুঝেছি শরীর ঢাকার মতো জামা কাপড় নেই বলেই বোধহয় জামা কাপড় কিনতে এসেছে। যাক তাও ভালো, একটু ঢেকে ঢুকে চলুক, নইলে যেকোন সময় ঠুকে ঠেকে যেতে পারে। সাবধানের মার নেই ওগো মোর মামনি, বরং ঠেকে গেলে কপালে প্যাদানি আছে জানি। আরে দুর মরুগ্‌গে আমার কি! এভাবে তাকিয়ে দেখলে উল্টে ছেলে ছোকড়া বলবে কি দাদু এই বয়সেও ঝারি করছেন। তার চেয়ে বরং ওদিকটায় যাই।

অ্যারে এটা কেরে! আমার যমজ নাকি, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে! কি ব্যাপার! ওহ্ না না, কাঁচের দেওয়ালে নিজেকে দেখে নিজেই চমকে গেছি। একেবারে চেনা যাচ্ছে না, চুলে কলপ লাগালে যে এত বয়স কমে যায় আগে কে জানতো, তার ওপর প্যান্ট শার্ট। নাহ মন্দ লাগছে না, এখনও একটু ফিটফাট হলে এই বাজারে ভালো ফিট করে দেখছি। ঠিক মনে হচ্ছে আমি যেন পরির দেশে একেবারে ইয়ে মানে ইয়ে মানে থাক, মানে মানে এবারে এন্ট্রি মারি। কিন্তু যাবো কোন দিকে। এতো দেখি একটা বড় সড় দশকর্মা ভান্ডার। কি নেই এখানে। বেঁচে থাকতে গেলে যে মানুষের এত কিছু লাগে আগে জানতাম না। কিন্তু আমার কি চাই। উমমম ওটা ছাড়াও নস্যির ডিবেটা একটু ভরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরা কেউ নস্যির নাম শুনেছে বলে তো মনে হয় না। এতো মহা ঝামেলা, যা চাই তা পাবো না, আর যা যা চাই না সেই সব জিনিষ সাজিয়ে নিয়ে দোকান খুলে বসে আছে! ও এইগুলোকে তো আবার দোকান বলে না শুনেছি, বলে শপিং মল। পোড়া কপাল শেষে কিনা মল, হায় ভগবান কোন শব্দের কোথায় প্রয়োগ। শেষে এরা মুএকেওনা কোন সূত্রে টেনে আনে। মনে আছে ছোটবেলায় স্কুলে এই দিয়ে একবার প্যান্ট ভিজিয়ে কান্না জুড়ে দিয়ে–

হ্যাঁ এই তো মুগ্রের সুগ্রে মনে পড়ল আজ আমার প্যান্টে দড়ি বাঁধা। আমার একটা বেল্টও চাই। হ্যাঁ দড়ি খুলে কোমরে বেল্ট বেঁধে বীরদর্পে মল ত্যাগ করে যাবো, মানে এখান থেকে বেরোবো। কিন্তু কাউকে জোর করে কি কোন কিছু মানায়! আমি এখন ধুতিধারি, প্যান্ট খুলেছি সেই কবে। শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকলে বেমানান দেখাবে, কারন বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মার্তৃ ক্রোড়ে আর বুড়োরা ধুতি পরে।

আরে আরে স্বর্গ থেকে চলমান সিঁড়ি বেয়ে কে নেমে আসছে! হারাধন বাবুর মেয়ে টুকটুকি না। সিঁড়িতে ওর কাঁধে হাত দিয়ে ওটা কোন লম্পট। এ ছোকড়াকে পাড়ায় কখনও দেখেছি বলেতো মনে হয় না। আসলে এটাতো বেপাড়া, তাই সকলেই বেপরোয়া। এখানে এই অসভ্যতাই সভ্যতা। ইস্ ছি ছি ছি ছিঃ, মেয়ের এদৃশ্য যদি হারাধন বাবু দেখতেন, উনি দুঃখে হয়তো আরও অনেক কিছু হারাতেন। না বেলেল্লার এই বাজারে এসে মনটাই ভেঙে গেলো। এর চেয়ে আমাদের ষ্টেশন বাজার ঢের ভালো। ওখানে আলু, পটল, দাঁতের মাজন, ছারপোকা মারার ওষুধ পাশাপাশি সুন্দর মানিয়ে চলে। ***ও তোর ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা***! অ্যাই কে গাইলো আমার মনে! দুর পাগল মনটা আমার আর গাইবে কি অন্য লোকে। আসলে এই যুগে এটাই দস্তুর। সঙ্গে ছোটো নইলে ফোটো।

. . . . . আসলে সরমা আমার অবস্থা ঠিক যেন কবির ভাষায়, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়। না সরমা তোমার প্রিয় ধুপকাঠি সেই আধুনিক বড় বাজার থেকে আর কেনা হয়ে ওঠে নি, অবশেষে সেই ষ্টেশন বাজারের মহামায়া ভান্ডার। তোমার চলে যাবার এই দিনে, তোমার প্রিয় ধূপের ধোঁয়া কুন্ডলি পাকিয়ে উঠে তোমায় ছবিতে, বৃথাই ছুঁতে চাইছে বারবার। পাঁচ পাঁচটা বছর হয়ে গেলো, এখন বড় একা লাগেগো। ভোর রাতে শ্বাস আটকে আসে, হয়ত শিগগিরি দেখা হবে আমাদের। ততদিন ভালো থেকো, তোমার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

হতভাগ্য,
উত্তরায়ণ

# # # # #

উত্তরায়ণ দেব
সেপ্টেম্বর, ২০০৮ / শিলিগুড়ি